জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ - ২০১৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, ঢাকা, বুধবার, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ-২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করে নির্ধারিত সময়ের আগেই শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে পারব।

ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। আমি বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাই ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের প্রতি।

১৯০১ সালের এই দিনে (৭ই ডিসেম্বর) ঢাকা শহরের আহসান মঞ্জিলে বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে এদেশে বিদ্যুতায়নের যাত্রা শুরু হয়। বিদ্যুতের এই শতবর্ষের যাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অধিকাংশ সময়ই ছিল বেহাল দশা। যখন আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিল তখনই কেবল বিদ্যুতের আশাব্যঞ্জক উৎপাদন হয়েছে।

২০০৯ সালে আমরা ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেশে বিদ্যুতের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। দিনে ১০/১২ ঘণ্টা লোডশেডিংয়ে নাগরিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

২০০১ সালে আমরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ রেখে আসি সাড়ে ৪ হাজার মেগাওয়াট। ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের সময় পেয়েছি ৩ হাজার ২ শ' মেগাওয়াট। তার মানে, বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলে বিদ্যুৎ উৎপাদন তো বাড়েইনি বরং কমেছে অন্তত হাজার মেগাওয়াট। আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করি আর তারা ভাঙচুর করে। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ' অনুযায়ী 'ভিশন-টুয়েন্টি টুয়েন্টি ওয়ান'-এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নির্ধারিত লক্ষ্যের চেয়ে বেশি অর্জন করতে পেরেছি।

গত আট বছরে ৮০টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৯ হাজার ৮৯৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটার।

২০০৯ সালে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭ শতাংশ যা বিগত আট বছরে ১ কোটি ১৪ লাখ নতুন সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে ৭৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

দেশের প্রায় ৫ কোটি মানুষ নতুন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। আজকে আরও ১০টি উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করা হলো।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জাতির পিতা ৯ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে বিদেশী তেল কোম্পানির নিকট হতে ৫টি গ্যাস ফিল্ড ক্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ করেছিলেন।

সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের আলোকেই আমার সরকার নির্বাচনী মেনিফেস্টো-রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। ফলে ২০০৮-০৯

অর্থবছরে দেশে যেখানে বাণিজ্যিক জ্বালানির সরবরাহ ছিল ১৯.৯২ Mtoe (Million tonnes of oil equivalent), সেখানে ২০১৫-১৬ বছরে হয়েছে ৩৪ Mtoe ।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি।

বর্তমানে ৯ হাজার ৮৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮টি কয়লাভিত্তিক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও আমরা রূপপুরে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আগামী ২০২৪ সাল নাগাদ নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ২ হাজার ২০০ শ' মেগাওয়াট উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত নতুন তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্যাসের গড় উৎপাদন দৈনিক ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দৈনিক ২ হাজার ৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। ৮৫৪ কিলোমিটার নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, সার-কারখানা, শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক খাতে বর্তমানে প্রায় ৩৪ লাখ গ্রাহকের নিকট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

২০০৯-২০১৬ সময়ে ৯টি নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার আবিস্কার, ১১টি অনুসন্ধান ও ৪৮টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ২২টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রে ২০২১ সালের মধ্যে আরও ৩৭টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ২৩টি কূপের ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে আমাদের সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ''স্রেডা (SREDA) আইন-২০১২'' এর আওতায় ''SREDA'' (Sustainable and Renewable Development Authority) নামে একটি একক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২১ সালের মধ্যে এই ধরণের জ্বালানি হতে মোট বিদ্যুতের ৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ছে। এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক ৩ হাজার ১০০ শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৪৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে অফগ্রীড এলাকার ৪৫ লাখ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যা সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আমরা অফগ্রীড এলাকায় সোলার মিনিগ্রীড স্থাপন, সৌর সেচ পাম্প স্থাপনসহ বড় আকারে সোলার পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দিকে গুরুত্বারোপ করে সরকার বিগত আট বছরে বেশ কিছু চুক্তি সম্পাদন করেছে। বাংলাদেশ-ভারতের সহযোগিতা চুক্তির আওতায় বর্তমানে ভারত থেকে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে এবং আরও ৫০০ মেগাওয়াট আমদানির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নেপাল এবং ভুটান থেকে জল বিদ্যুৎ আমদানির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টার ফলে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে বর্তমানে ৪০৭ কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রিপাওয়ারিং এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম লস ১৫.৬৭ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১০.৯৬ শতাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। কৃষি কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের প্রত্যেকটি অর্জনই প্রশংসার দাবী রাখে।

সুধিমন্ডলী,

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) পদ্ধতিতে একটি FSRU (Floating Storage and Re-gasification Unit) LNG Terminal স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। এই FSRU টি প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার ঘনমিটার এলএনজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং দৈনিক প্রায় ৫০০ MMscf (Metric Measurement standard cubic feet) গ্যাস সরবরাহ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

এই টার্মিনাল হতে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের লক্ষ্যে মহেশখালী-আনোয়ারা ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৯১ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আগামী ২০১৮ সালে আমদানিকৃত এলএনজি হতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কয়েকটি Land Based LNG Terminal নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রাহক সেবার মানও বৃদ্ধি পাবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের চলমান গতি অব্যাহত রাখার মাধ্যমে আমাদের রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুত দিতে পারব।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণেও আমরা ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিগত আট বছরে ১ হাজার ৯০২ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৯৭ হাজার কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী ও বেগবান করবে। বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন যেমন ব্যয়বহুল তেমনি তা সময়সাপেক্ষ। জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ জনগণকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অপচয় রোধসহ সাশ্রয়ী ব্যবহারে উৎসাহিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। আসুন, সকলে মিলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি জাতীয় বিদ্যুৎ ও জবালানি সপ্তাহ-২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...